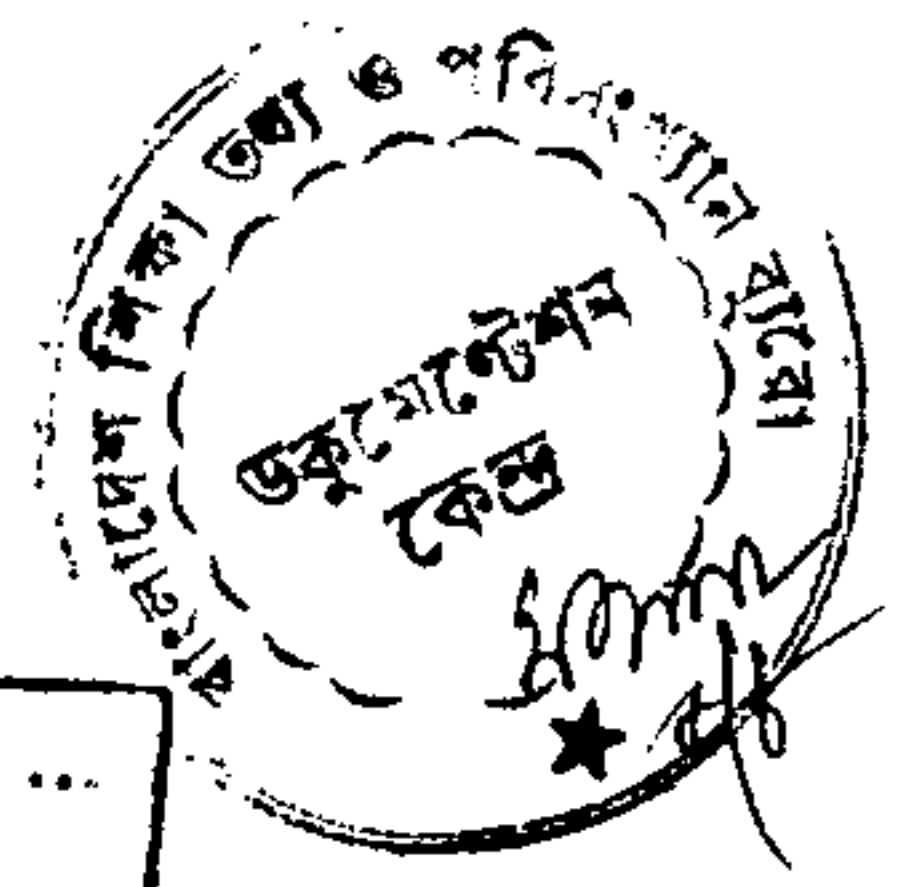


আজকের কাল

তারিখ 02 AUG 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩



ছাত্রী উপবৃত্তি না শান্তি

নারী-শিক্ষা প্রসারে বর্তমান সরকারের সীমাহীন উদ্যোগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ছাত্রী-উপবৃত্তি সম্পর্কে কিছু বক্তব্য তুলে ধরি। নিঃসন্দেহে ছাত্রী-উপবৃত্তি প্রদান প্রবর্তন নারী শিক্ষা প্রসারে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় তা প্রদান করা হয় তা ছাত্রীদের জন্য 'উপবৃত্তি না শান্তি' প্রথমেই ধরা যাক — এস, এস, এস পি. ফরম, নমুনা স্বাক্ষর গ্রহণ, ব্যক্তিগত আবেদনপত্র, ফরম পূরণ পাস-বুক পূরণ, হঠাৎ ফটোটোলা, সংরক্ষণ করা — কোনোভাবেই ছাত্রীদের দ্বারা এককভাবে সম্ভব হচ্ছে না — এসব কাজ করতে হচ্ছে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ফলে বিদ্যালয়ের ক্লাসের ব্যাঘাত ঘটে। তদুপরি ৬০০/৭০০ কোথায়ও বেশি ছাত্রীদের নিয়ে দূরে ৪/৫ মাইল পথ হেঁটে কোনো বাজারে অথবা বাস্তু এলাকায় সারা দিন অড্ডত থেকে লাইন দিয়ে থাকা কি যে দুঃসহনীয় — এমনকি কোনো ব্যাংকে এমন জায়গাতো দূরের কথা পাস দিয়ে যানবাহন চলাচলের কারণে দাঁড়ানো অসম্ভব। তাছাড়া এতো অধিকসংখ্যক ছাত্রী নিয়ে পথ চলার সময়ও শিক্ষকদেরই প্রয়োজন। এ পথ চলায় অনেক অশোভনীয় টিটকারী ও শব্দ শুনা যায় বলে অভিযোগ রয়েছে। যা ছাত্রীদেরকে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলে দেয়। কোনো কোনো ব্যাংক ঐ দিন কাজ সম্পাদনের জন্যে ২/৩ জন শিক্ষকের কাজ করার জন্যেও অনিখিত দাবি জানান — তাই প্রতিটি কাজই যদি কোনো না কোনোভাবে শিক্ষকরাই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সম্পন্ন করতেন তবে 'উপবৃত্তি' প্রদান সম্পূর্ণরূপে শিক্ষকদের উপর ছেড়ে না দেয়া শিক্ষকদের বিশ্বাস না করার শামিল, যা শিক্ষকদের জন্যে লজ্জা ও অবমাননাকর।

কোনো তারিখ, কোনো একটি বিদ্যালয়ের জন্যে নির্দিষ্ট করে প্রজেক্ট অফিসারের উপস্থিতিতে ব্যাংকের অফিসার অথবা বিদ্যালয়ের শিক্ষক সেই বিদ্যালয়েই এ কাজটি করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে যতো সহজতর করা যায় ততোই মঙ্গল। এখানে উল্লেখ্য, ৪৫% মতে না পাওয়া ছাত্রীদের বেতন দিতে হবে, না দিলে হবে না তার কোনো সুনির্দিষ্ট নির্দেশ নেই। ২০% হারে শিক্ষকদের ভর্ত্তি প্রথা চালুর ফলেও যে সকল বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা কম — সে সকল বিদ্যালয়ে অচিরেই তালা খুলবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। তাই বিষয়টির প্রতি সদাশয় প্রধানমন্ত্রীর সুনজর দেয়ার

জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

এম আর এ চৌধুরী

সভাপতি

কেরানীগঞ্জ অভিভাবক সমিতি

কালিন্দী কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

৪৩